কবিতার পাঁজরে বিদ্রোহ

অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম

Chena Sur
PROKASHONI

কবিতার পাঁজরে বিদ্রোহ

অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম

গ্রন্থ স্বত্বঃ লেখক

প্রথম সংস্করণ
১২ মাঘ ১৪৩২/২৫ জানুয়ারী ২০২৬ ইং
প্রকাশনায়ঃ চেনা সুর প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়ঃ জামিরদিয়া মাষ্টারবাড়ি, ভালুকা ময়মনসিংহ।
শাখা অফিসঃ ২৮/১ রূপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৯৯১-১৫১৬৯২
প্রকাশকঃ এন, আই, বিপুল।
সম্পাদনাঃ এন, আই, বিপুল।
প্রচ্ছদঃ জহির।
পরিবেশকঃ ছায়া প্রকাশনী, প্রহেলিকা প্রকাশনী, সাগরিকা প্রকাশনী
অনলাইন পরিবেশকঃ রকমারি ডট কম
মুদ্রণ ও বাঁধাইঃ দি মোকাদ্দাস এন্ড ব্রাদার্স
২৮/১ রূপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মূল্য ২৭০ টাকা
আই এস বি এন : ৯৭৮-৯৮৪-২৯১৪১-৫-৭

"**Kobitar panjore Bidroha** " by **Advocate Nazrul Islam**
Published by N I Bipul. Chena sur prokashoni. Head Office: Jamirdia master bari, Valuka, Mymensingh. Branch Office: 28/1 Rupchand lean, Banglabazar Dhaka1100. Price 270 Taka
To purchase online www.rokomari.com
chenasurprokasoni@gmail.com ISBN: 978-984-29141-5-7

উৎসর্গঃ

আমার প্রিয় দাদুভাই এন এন বাঁপ্পন নির্ভয় প্রিয়ম-কে,
কাব্যগ্রন্থ খানা **"'কবিতার পাঁজরে বিদ্রোহ"'** উৎসর্গ করলাম। এর মাধ্যমে আমি পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকারের যে স্বপ্ন দেখেছি, তুমি সেই স্বপ্নের নির্ভীক সারথি হও। তোমার মগজে ও শিরায় শিরায় যেন এ বিদ্রোহের অগ্নিশিখা চিরকাল বহমান থাকে। তুমিই সেই নতুন সূর্য, যার আলোয় ঘুচবে সমাজের যত অন্ধকার। এই কাব্য তোমার জন্য শুধু প্রথম পাঠ নয়, বরং মানুষের মুক্তির পথে অবিচল থাকার এক অগ্নিমন্ত্র। যে সাম্যবাদী সমাজের পতাকা আমি কামনা করি, তা তোমার হাতেই থাকবে সুউচ্চ। মানুষের অধিকার আদায় হোক তোমার জীবনের শেষ ব্রত। তুমিই আমাদের উত্তরসূরি— আমাদের ভবিষ্যৎ।

ভালোবাসার সাথি ।
দাদু ভাই

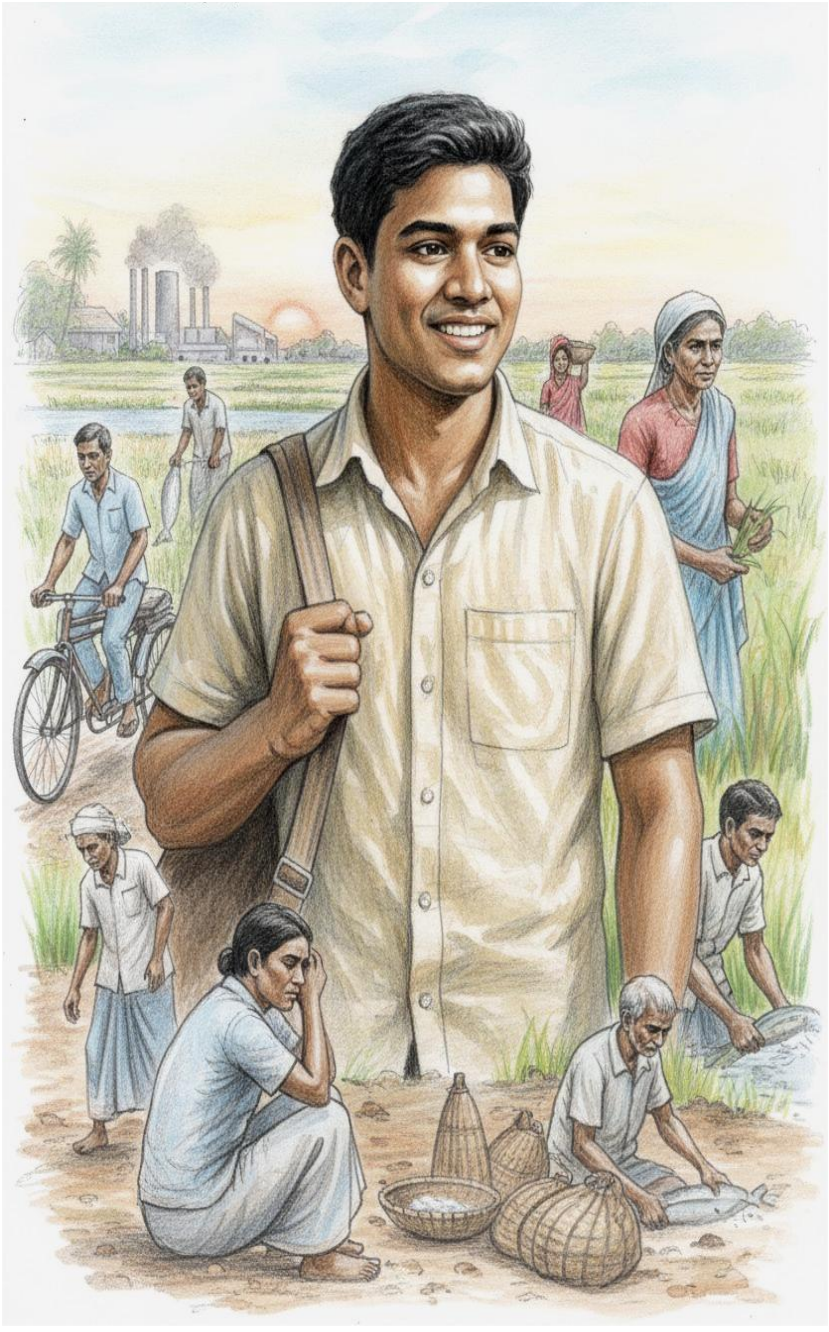


সুচিপত্র

তারুন্য ০৫
ভালোবাসি ০৭
সূর্য ছোঁব ০৮
মার্ক্সের তিন উৎস, ০৯
ছোট্ট স্বপ্নের পথ ১০
মাষ্টারদা সুর্য সেন ১১
চে গুয়েভারা ১২
কমরেড অমল সেন ১৪
পনেরো আনা জাগবে ১৫
নেলসন ম্যান্ডেলা ১৬
কারাগারের প্রাচীর ভেদে ১৭
মানুষই শেষ কথা ১৮
চে গুয়েভারা ১৯
নীরবতার শব্দ ২০
কমরেড মাওসেতুং ২১
প্যারি কমিউন ২২
লাল মাটির সন্তান মণি ২৩
বেগম রোকেয়া ২৪
উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রাম ২৫
মার্কসের পাঁচ কথা ২৬
মানুষই ভগবান ২৭
অপেক্ষার নৌকা ২৮
কমরেড সিরাজ সিকদার ২৯
সমাজতন্ত্র ছাড়া মুক্তি কোথায় ৩০
আমরাই পনেরো আনা ৩১
মুক্তির পথ ৩২
বিলাপ ৩৩
সেই তুমি চলে গেলে ৩৪
কমরেডের পাঠ ৩৫
মা ৩৬
শোষক ৩৭
রাস্তায় নামার দেরি সহ্য হয় না ৩৮
কিশোর গান ৪০
করোনা ৪১
আমার ৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা ৪১
জাগরণের দিন ৪২
লাল পতাকার আহ্বান ৪২
শেষ ডাক ৪৩
কারখানার সাইরেন বাজে ৪৩
ঘাম দিয়ে গড়া দিন ৪৩
জাগো রিকসাওয়ালা ৪৪
হাটের কৃষক ৪৪
ইট ভাটার নারী ৪৫
শহরের দিনমজুর ৪৫
প্রতিবাদের গান ৪৬
ক্ষুধার প্রতিজ্ঞা ৪৬
বস্তির আলো ৪৭
চুল কার? কাস্তে কার? ৪৭
মিছিল আসবে ৪৮
ঘুম ভাঙাবার ডাক ৪৮
তোমাদের ঘুম ভাঙাবো ৪৮
ঘুমন্ত শহর জেগে ওঠো ৪৯
জাগরনের দিন ৪৯
পৃথিবীর মালিক তারাই ৫০
ঐক্যের কোন বিকল্প নাই ৫১
সমাজতন্ত্রেই মুক্তির পথ ৫২
পৃথিবীর কান্না, ৫৩
ঘরছাড়াদের বিলাপ ৫৪
যুদ্ধে পিশাচ রাজারা ৫৪
মায়ের চোখের আহাজারি ৫৫
নতুন মানুষের ডাক ৫৫
শান্তির নবজন্ম ৫৬
অন্ধবিশ্বাস ভাঙার গান ৫৭
উদ্বৃত্তের বিরুদ্ধে শ্রমিকের ডাক ৫৮
লড়াইয়ের মন্ত্র ৫৯
কারখানার জানালা, ৬০
কৃষকের ঘাম ৬০
হকারের রাজপথ ৬১
পাথর ভাঙ্গা মানুষের কথা ৬১
ঠিকা শ্রমিকের দিন ৬২
বাঁশ কাটার গল্প ৬২
রিক্সার চাকা ঘোরে ৬২
নদী আর মাঝি ৬৩
হকারের স্বপ্ন ৬৩
জেগে ওঠো মানুষ ৬৩
হাতের ভিতর আগুন ৬৪
মাটি মানুষ আগুনের স্বপ্ন ৬৪
এ যুদ্ধ নায়ের যুদ্ধ ৬৫
ব্যবস্থার পতন চাই ৬৬
কিশোর কবির জীবন কথা ৬৭
মজুরের গান ৬৮
কারখানার ধোঁয়া ৬৮
কৃষকের কান্না ৬৮
রিক্সা চালকের স্বপ্ন ৬৮
বাঁশির ডাক ৬৯
ইটভাটার ধোঁয়া ৬৯
কার্ল মার্ক্সের ঘুম ভাঙাবার ডাক ৭০
ভাবনার সাথীর মন্ত্র ৭২
রাজনীতি ছাড়ে না আমায় ৭৪
লেলিন বিপ্লবের সূর্যসন্তান ৭৫
ঘোষনা ৭৭
ভাবনার বাঁধন ৭৮

তারুণ্য

তারুণ্য তুমি ফিরে এসো
তোমার নিজের ঠিকানায়,
যেখানে তোমার পিতার ঘর্মাক্ত শরীর
এর ছবি দেখা যায়।
তারুণ্য তুমি ফিরে এসো
তোমার নিজের ঠিকানায়।
যে পিতা ধান পাট ফসল ফলায়
সেই পিতার পুত্র তুমি
যে পিতা চটকল থেকে বিবর্ণে বাড়ি
ফেরে
সে পিতার কন্যা তুমি।
যে পিতা দিনরাত বিরামহীন গাড়ি
চালিয়ে,
যে মাতা গার্মেন্টস থেকে ক্লান্ত শরীরে
জেলখানা সম ছোট্ট দোকান দিয়ে
রিক্সা ভ্যানের প্যাডেল ঘোরায়ে,
মৎস্য শিকার ও বিক্রি করে
গন্ধ-দ্বন্দ্বে যে পিতা বাড়িতে ফিরে
সেই পিতার সন্তান তুমি
জন্ম থেকে জ্বলছে যারা
অসম্মান ও অধিকারহীনতায়,
তারুণ্য তুমি ফিরে আসো
তোমার নিজ ঠিকানায়।
চা বাগানের পাতায় পাতায়
ঘাম স্রোতের রক্ত-লেখায়
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে ইটের ভাটায়
ধূসর রঙে বাড়ি ফেরে
যে মাতা পিতা শ্রম বিক্রি করে
ধামা কুলো চাটাই তৈরি ও বিক্রি করে
সেই পিতা মাতার সন্তান তুমি
ধুকেধুকে কাটলো জীবন
তোমার ভরসায়।
তারুণ্য তুমি ফিরে এসো
তোমার নিজ ঠিকানায়।
ছোট্ট একটা চাকরি করে
অসম্মান আর গ্লানি ভরে
কাটলো জীবন অমর্যাদায়,
এত কষ্ট সহ্য হয় না ছোট্ট কলিজায়
বাবা তুমি ফিরে এসো নিজ ঠিকানায়।
যখন দেখি বাবা মাকে ভুলে,
গেছো তুমি গডফাদারের দলে
কিসের লোভে আছো সেথায় ?
ব্যবহার ছাড়া কোন লাভ নাই।
ফিরে এসো তুমি নিজ টিকানায়
বাবা-মায়ের জীবনধারা
লেখা থাকে যে উপন্যাসের পাতায়
পাতায়।
তারুণ্য তুমি ফিরে এসো
তোমার নিজ ঠিকানায়
শক্ত হাতে জব্দ করে
নিখিল ভুবন চরাচরে
কোটি কণ্ঠে উঠবে আওয়াজ
শোষক তোমার রক্ষা নাই
ছাত্র-যুব ফিরেছে আজ
নিজ ঠিকানায়।



ভালোবাসি

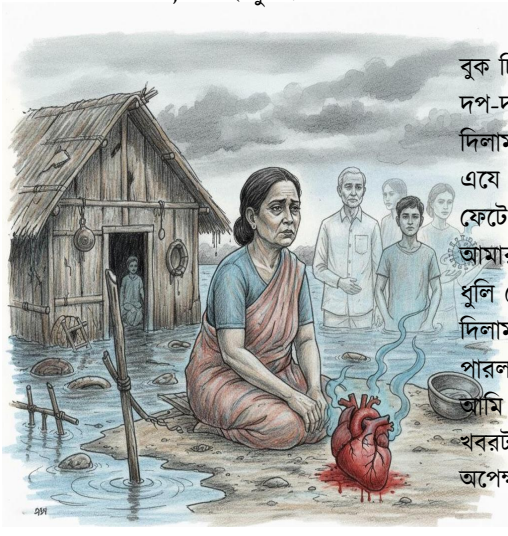
এইযে পথিক একটু দাঁড়াও,
খবরটা দিও তাকে, একটু শুনে যাও।
হাঁড়িতে চাল ওঠেনা
রাতে থাকি রাতকানা,
সাপ বেজিতে মিলেমিশে
চারিপাশে জলে ভাসে
মোদের ছোট্ট কুটির খানা।

আঁধারে ভরা সকাল আসে
চোখ যে আমার জলে ভাসে
ক্ষুধার জ্বালা আর সহেনা
যন্ত্রণাটা হৃদয়ে লাগে।

পুত্র টি মোর বিদায় নিল,
না ফেরার দেশে চলে গেল,
হৃদপিণ্ডটা আবার ফুটো হল,
করোনার আক্রমণে
চলতে হলো কয়েকবারে,শব মিছিলে।
একের পরে এক, চলছে সুজন
মরছে নয়ন,
সবাই আমার আপনজন।
এত কষ্টের যন্ত্রণার ভার
জায়গা পায়না বুকের ভিতর,
হৃদপিণ্ডটা দপদপিএ ছটফটায়,
বুকের ভিতর রাখতে বড় কষ্ট হয়।

হাজার রকম সমস্যায়,
ডুবে থাকি সব সময়।
যার ছায়ায় মায়ায় পড়ে,
কাটছিল দিন কষ্টের দরিয়ায় !

সেই তুমি গেলে ছেড়ে
হৃদয় সম্ পরান আমার
সহ্য হয়না কষ্ট আর,
শরীরে,পারেনারে আর সইতে
বুকের ভেতর পরানটারে ধরে রাখতে



বুক চিরে হ্যাঁচকা টানে হৃদয়টাকে বের করে,
দপ-দপানি রক্তমাখা হৃদয়টাকে ছুঁড়ে
দিলাম ধুলার পরে,
এযে নীলকণ্ঠী জ্বালা,
ফেটে গেল, ফেটে গেল, ফেটে গেল বুকটা
আমার ভালোবাসার টানে,
ধুলি থেকে হৃদয়টাকে যত্ন করে, মুখে
দিলাম পুরে।
পারলাম না, পারলাম না কারন ওকে যে
আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি।
খবরটা দিও তাকে আমি যে তারি
অপেক্ষায় !

সূর্য ছোঁবো



রোদের ডানায় পা রেখে
ঠিকই একদিন আমি সূর্য ছোঁব ।
ঘামের বদলে ঘাম দিয়ে
একদিন নোনতা রক্তে ভাসাবো ।
ছোবলের পর ছোবল মেরে
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে
হাড়-মাংস রক্ত চোষার দল,
নানান ছলে-বলে আর ঠকাবি কত কাল ?
আমার জমিন, আমার দেশ
পরগাছা তুই আছিস বেশ,
আমার হাতে তৈরি সব
লুটপাটে তুই চতুর সরব ।
জাগছে মজুর, জাগবে কৃষক,
মধ্যবিত্ত (কমরেড) ধরবে হাল,
পালা, পালা, পালা এবার
রক্ত চোষা শকুনের দল।
সুর্য এবার ছোঁবই ছোঁব,
কাঁধে উঠবে **'রক্ত-রবি'** লাল ঝান্ডা।
সব সাথিকে খবর দে,
আসছে মিছিল আওয়াজ তুলে
জোর কদমে।
বুক চিতিয়ে,শিরদাঁড়াটা খাড়া করে,
চলবো এবার গ্রামে গ্রামে।
রক্ত চোষারা পালিয়ে যাবে,
লাল ঝান্ডা উঁচু করে, রক্ত রবির শক্তি নিয়ে,
জোরছে বল-জয় জয় জয় সমাজতন্ত্র।

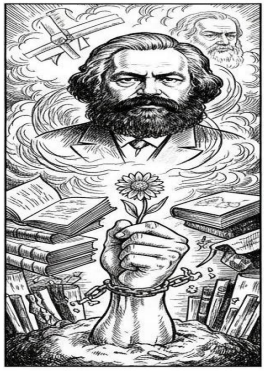
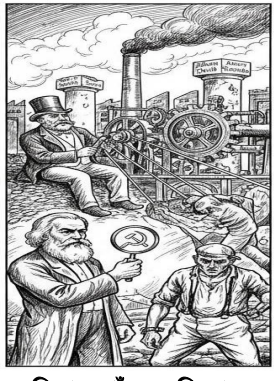
মার্ক্সের তিন উৎস, তিন দিক

তিনটি উৎস, তিনটি দিক
বদলাবে দুনিয়া, জাগবে ঐক্যিক।
জীবনের শোষণ, অবিচার, ক্ষয়
শেষ হবে একদিন, বলেছিল যে
মার্ক্স নিজেই সয়।

প্রথম উৎস — জার্মান দর্শন
ভাবনার মাটি, চিন্তার আলো
হেগেল বলেছিল — চিন্তা বড় ভালো।
কিন্তু মার্ক্স বলল, না, শুধু চিন্তা নয়,
বাস্তবের ভেতরেই সত্যটা রয়।
মানুষ যা ভাবে, তাই নয় মূল,
কাজের ভেতরেই লুকিয়ে আছে ফুল।
এই দর্শনের পথেই পরে,
মানুষ জানল — বদল আনে শ্রমজীবী ঘরে।

দ্বিতীয় উৎস — ইংরেজ অর্থনীতি
ইংরেজদের বইতে দেখল মার্ক্স,
পুঁজির খেলা, মুনাফার ফাঁস।
কেউ খাটে, কেউ খায়,
একজন ঘামে, অন্যজন যায়।
মজুরের পরিশ্রমে মালিকের ঐশ্বর্য,
অন্যায়ের জালে গাঁথা সমাজের শৃঙ্খল।
এইখানে খুঁজে পেলো তিনি সেই সূত্র,
যে খাটে, সেই-ই আসলে দুনিয়ার মূল
শক্ত।

তৃতীয় উৎস — ফরাসি সমাজতন্ত্র
ফরাসি বিপ্লব শেখাল এক গান,
সমতা, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্বের টান।
শ্রমিকেরা শিখল, ঐক্য মানে শক্তি,
বিপ্লব মানেই মানুষের মুক্তি।
বস্তির কুঁড়ে ঘর থেকে উঠল ডাক,
“শ্রমিকের হাতে ভবিষ্যতের ফাঁক।”
এই ভাবনাতেই সমাজতন্ত্রের আলো,
মার্ক্স বললেন — "এই পথেই ভালো।"
তিন উৎস, তিন দিক মিলল একত্রে,
দার্শনিক ভাবনা, অর্থনীতির মন্ত্রে,
বিপ্লবের গান, লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা,
সব মিলিয়ে জন্ম নিল এক দার্শনিক প্রজ্ঞা
মার্ক্সের সেই চিন্তা আজও জাগে,
শ্রমিকের হাতে নবদিন লাগে।
তিন উৎসে শক্তি, তিন দিকের রথ,
চলছে ইতিহাস বদলের গত।
তিন দিক শেখায় — ভাবো, বোঝো, করো,
বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলো।
শোষণের রাত ফুরাবে একদিন,
মানুষের দুনিয়া হবে স্বাধীন।


"ছোট্ট স্বপ্নের পথ"

আমি জানি, ভাই,
এই দুনিয়া শোষণের ছায়া,
উঁচু গগনের ধনীরা গড়ে
কান্নার দেয়াল, ক্ষুধার মায়া

তুমিই হও জাগরণ-ভোর,
পনেরো খাঁটি সততায়
জাগাও
লাল সুর্যের যুদ্ধ-ডোর।

গ্রামে-গ্রামে, মাঠে-ঘাটে,
গানে-গল্পে, কথায়-কথায়,
জাগিয়ে দাও শ্রমিক-ছেলে,
চাষার চোখে রক্ত-মায়া।

নিচের জনতার কোটি প্রাণে
দহন জ্বলে, ব্যথা-বেদনায়,
তাদের বুকে লুকিয়ে থাকে
অন্ন-বস্ত্রের আশা-হাওয়ায়

ভাঙবে যে শোষণের কুয়াশা
উড়বে যে সাম্যের ধ্বনি,
ঘুম কেড়ে নেয় তব আঁখি
সে তো নব সমাজের বাণী।

যে বন্ধু সাথি, তারে ধরো,
যে ভণ্ড সে ফাঁকি দিক দূরে
পথচলা শুরু হোক এবার
শোষণ ভাঙার যুদ্ধ-নূরে।

নেতা চায় গদির সিংহাসন,
মন্ত্রী চায় মুকুট-মান,
কিন্তু মুক্তির বীজ বুনতে
চায় না কেউ হৃদয়-প্রাণ।

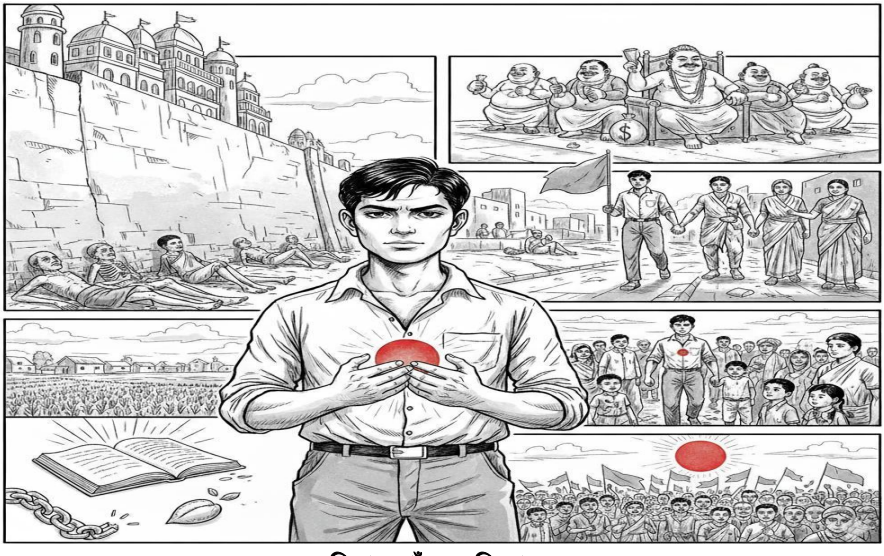
বন্ধুর মুখে ছলনা-ছায়া,
পাশের পথিক ঠকায় সদাই
কিন্তু খাঁটি হৃদয়-পাথরে
নতুন দিগন্ত খুলে যায়।

ছোট ছোট স্বপ্ন বোনা
নতুন দিনের স্বর্ণ-সূতো,
এই পথেই গড়বে সমাজ
স্বপ্ন-মাটি, রক্ত-ভালো।

আমি বলি,
তুমিই হও আলো-দিশা,

তুমি বলো আমি কী করবো?
আমি বলি—ভয় ভেঙে যাও
স্বপ্ন হাতে, ভালোবাসা বুকে
মানুষ গড়ার কাজে নাও।

ভয় কী তোমার? পাশে আছে
শত বছরের লাল ইতিহাস
এই পথেই জীবন জয়ী,
এই পথেই মুক্তি-আভাস।



মাস্টারদা সূর্য সেন : এক অরোধ্য আগুনের কবিতা

নোয়াপারার মাটিতে জন্ম—
২২ মার্চ, আঠেরো চুরানব্বই,
এক সরল শীর্ণ বালক,
নামের পাশে লিখা হলো—সূর্য কুমার সেন,
যাকে একদিন পাহাড়-নদীর শহর চট্টগ্রাম
ডাকবে মাস্টারদা বলে,
আর বিপ্লবের পথচলায়
সাথীরা বলবে ভালোবেসে—কালু।
স্কুলের স্নিগ্ধ উঠোনে তিনি ছিলেন শিক্ষক,
চোখে ছিল শান্ত নদীর মতো স্থিরতা,
কিন্তু বুকের গভীরে লুকিয়ে চলছিল
ব্রিটিশ রাষ্ট্রের জুলুমের বিরুদ্ধে
এক নিঃশব্দ তুফান।

অনন্ত সিংহ বিস্ময়ে লিখেছিলেন—
"কে জানত সেই নিরীহ চেহারা একদিন
জ্বলে উঠবে দিগন্তজোড়া বিদ্রোহের
আলোয়?"

শিক্ষা, সংগঠন আর গোপন প্রতিজ্ঞা

পড়াশোনার মাঝে তিনি বোঝেন
দেশ শুধু মানচিত্র নয়, এটি মায়ের মতো,
আর মা যখন শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে,
সন্তানেরা কি চুপচাপ বসে থাকতে পারে?
তাই তিনি ঘর ছেড়ে নিলেন শপথ —
"চট্টগ্রামের প্রতিটি গলিতে
মুক্তির আগুন জ্বালাবো।"

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন : ইতিহাসের রক্তগোলাপ

১৯৩০-এর সেই রাত
তারুণ্যের সাহস, মৃত্যুকে তুচ্ছ করা হৃদয়,
চট্টগ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল দাউ দাউ আগুন।
কয়েক দিনের জন্য ব্রিটিশ পতন
চট্টগ্রাম হলো মুক্তির শহর।
আকাশে যেন লেখা হলো
"একজন শিক্ষকও পারে সাম্রাজ্য কাঁপাতে!"

গোপন আশ্রয়, বন-জঙ্গল, গ্রাম থেকে গ্রামে আগুন

ব্রিটিশরা খুঁজেছে তাকে
যেন দিগন্তজোড়া আতঙ্ক নিয়ে।
কিন্তু তিনি ছিলেন ছায়ার মতো—
কখনো পাহাড়ে, কখনো গ্রামে,
কখনো কৃষকের ঘরে, কখনো ছাত্রের
আড়ালে।
হাজারো মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন—
স্বাধীনতা ভিক্ষা নয়,
এটি ছিনিয়ে নিতে হয় রক্ত দিয়ে।

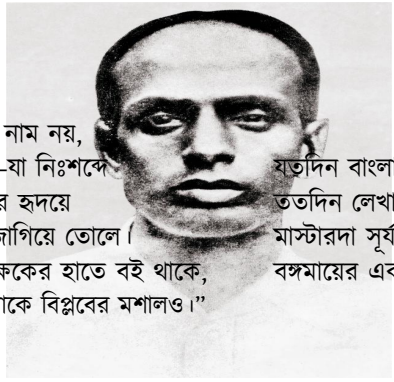
ধরা পড়া, নির্মম নির্যাতন ও ফাঁসি

যখন তাঁকে বন্দী করা হলো,
ব্রিটিশরা দেহের প্রতিটি হাড়ে
অমানবিক নির্যাতন চালায়—
তবু তাঁর মুখের হাসি
জ্বলে উঠেছিল হাজার সূর্যের মতো।
১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ —
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে সমাপ্ত হলো শরীর,
কিন্তু শুরু হলো এক অমর কিংবদন্তি।
তিনি লিখেছিলেন শেষ চিঠিতে—"মা, হাসবে!
হাসিমুখেই আমি মৃত্যুকে বরণ করবো।
"

সম্মান, স্মৃতি ও চিরন্তন আলো

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে তাঁর নাম;
কলকাতা মেট্রো বানিয়েছে
মাস্টারদা সূর্য সেন স্টেশন।
রাউজানে রয়েছে তাঁর প্রতিকৃতি, তাঁর
স্মৃতিগেট,
যেখানে দাঁড়িয়ে বাতাসও যেন বলে—
"এই পথ দিয়ে একদিন
বাংলার শ্রেষ্ঠ বীর হেঁটেছিলেন।"

শেষ স্তবক



সূর্য সেন শুধু এক নাম নয়,
তিনি সেই আগুন—যা নিঃশব্দে
ordinary মানুষের হৃদয়ে
অসাধারণ সাহস জাগিয়ে তোলে।
তিনি বলেন—"শিক্ষকের হাতে বই থাকে,
আবার প্রয়োজনে থাকে বিপ্লবের মশালও।"

যতদিন বাংলার ইতিহাস বেঁচে থাকবে,
ততদিন লেখা থাকবে—
মাস্টারদা সূর্যসেন
বঙ্গমায়ের এক অনিঃশেষ সূর্য।

"চে গুয়েভারা: বিপ্লবের আগুন"

চে গুয়েভারা, বিপ্লবের নাম,
দুঃখী মানুষের দীপ্ত সন্ধান।
ল্যাটিন মাটি, কিউবার বুকে,
শোষকের সিংহাসন কাঁপায় যাকে।

কিউবার বনে, পাহাড় পাড়ে,
গেরিলা সেনার অগ্নি হাতে,
দুশমন শাসক শোষণ কাঁপে,
চে'র দৃষ্টি ঝলকায় রাতে।

চে বলেছিল–"মেহনতি ভাই,
নব সমাজ গড়তেই চাই।
পুরাতন গড়ন, শোষকের খেলা,
ভাঙতেই হবে, জ্বলুক মেলা!"

ফিদেল বলেছে, মাথা নত,
"চে-র মত যোদ্ধা সত্যই বিরলরত!"
মার্কিন দানব, ভয় পেয়েছিল,
চে'র তেজে জগত কেঁপেছিল।

কিউবা, বলিভিয়া, আফ্রিকার ধুলায়,
চে ছুটেছিল – সংগ্রামের আশায়।

রক্তে ছিল আগুনের গান,
মেহনতি জনতার মুক্তির প্রাণ।

বইয়ের পাতা, বক্তৃতার কণ্ঠ,
চে-র কাহিনী শুনে ওঠে হন্ত।
"লড়াই চাই! বিদ্রোহ চাই!"
শোষণের বাঁধ ভাঙতেই চাই!

ডাক্তার ছিল, সাহসী বীর,
মুখে হাসি, চোখে গিরি।
দেখেছে দুঃখ পেরুর পথে,
শ্রমিক-কৃষক কাঁদছে রাতে।

"এই নয় জীবন," বলল চে,
"উঠ, জাগো, নতুন দিন পে!"
মটরসাইকেল ঘুরল দেশ,
চোখে পড়ল শোষণের ক্লেশ।

মেক্সিকো দ্বারে কাস্ত্রোর সাথে,
মিলল চে বিপ্লবের হাতে।
"এসো, যুদ্ধ করি ভাই,
স্বাধীনতার সূর্য জাগাই!"

বাতিস্তা কাঁপল, সেনা পালাল,
কিউবার পতাকা নতুন জ্বললো।

চে-র হাতে দেশ গড়া শুরু,
সাম্যের পথে বদলেছে রূপ।
কৃষি, শিল্প, ব্যাংকের কাজ,
সবখানে চে - নতুন সাজ।

৯ অক্টোবর নির্মম দুপুর,
চে-র বুকে খুনির বুলেটের সুর।
তবু কী মরে চে-র মত বীর?
না, সে তো আগুনের ধ্বনি-নিরবীর।

পৃথিবীর পথে পথে আজও,
শ্রমিকের হাতে মুঠো গড়ে,
বাজে চে'র রক্তপিয়াসী গান,
"লড়াই করো, ভয় কিসের মান?"

বাংলার ঘরে, আফ্রিকার মাঠে,
চে'র ছবিতে লাল আলো জ্বলে।
ছাত্র, যুবক, শ্রমিক প্রাণে,
চে'র মত সাহসের বাণী আনে।

চে বলেছে – "ভিয়েতনাম চাই,
আরো চাই লড়াই ভাই!

কিন্তু মন তো লড়াকু বীর,
কিউবা ছেড়ে গেলো ফির।

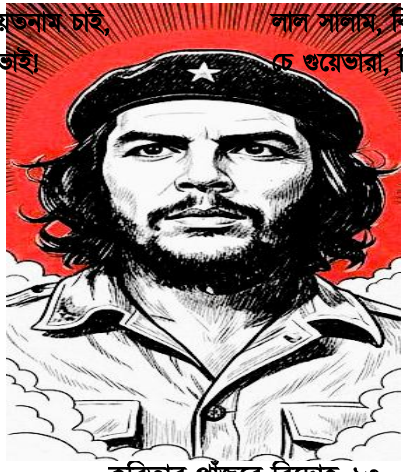
কঙ্গোর বনে, বলিভিয়ার মাঠে,
চে ছুটে গেলো যুদ্ধের সাথে।
তবে শত্রুর ঘৃণার জালে,
ধরা পড়ল অকালে।

শান্তির নামে ভণ্ডামি নয়,
শোষক-হন্তারক ভাঙতেই হয়!"

তোমার মতো সাহসী বীর,
দুনিয়ায় কয়জন আছে বাঁচার তীর?
চে আজ নেই, তবু চেতনায়,
তার আগুন জ্বলে এ বুকের ছায়ায়।

মার্কস, লেনিন, স্তালিন সাথী,
চে'র রক্তে জাগে জাতির প্রতিশ্রুতি।
নতুন দিনের, নতুন সমাজের,
স্বপ্নের কথা – শ্রমজীবী মানুষের।

ভবিষ্যতের সংগ্রামে ভাই,
চে-র চেতনায় পথ চলি চাই।
লাল সালাম, বিপ্লবীর নাম,
চে গুয়েভারা, চির-অম্লান!



কমরেড অমল সেন

জমিদার ঘরে জন্ম তার, সুখে ছিল ভরা,
তবু মনে বাজত সুর—শ্রমিক-কিষাণ সারা।
ত্যাগ করলেন ধন-সম্পদ, জমিদারি রাজ,
নিলেন হাতে লাল পতাকা, নতুন বিপ্লব সাজ।
তেভাগা আন্দোলনের পথিকৃৎ, সাহস যার প্রাণে,
লড়েছেন বুকে অগণিত নিপীড়িত জনের টানে।
জাতপাত ঘৃণা, শোষণ-ভয়—সব ছুঁড়ে দিলেন দূর,
গরীবের মুখে হাসির স্বপ্ন, এ ছিল তার সুর।
ছিলেন আজীবন কমিউনিস্ট, মানুষের পক্ষে সত্য,
মাটির ঘ্রাণ, কিষাণের ঘাম—তাই ছিল তার শক্তি।
ভুলেননি কখনো—ভুলেনি মানুষও তাঁকে,
তাই তো তাঁর নামে জেগে আছে আজও নির্ভয়ে:
"অমল সেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র"—সেবার আলয়,
গরীবের ব্যথা-ঘাম মোছায় হাসিমুখে নিরন্তর।
আর "অমল সেন ডিজিটাল লাইব্রেরী"—
জ্ঞানের দীপ্ত দরজা, বই, ইতিহাস
স্বপ্নের বীজ ছড়ায় সবার কাছে সাড়া।
উঁচু আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে—অমল সেনের
স্মৃতিসৌধ, দীপ্ত মহিমান্বিত মিনার,
লাল রঙে আঁকা আশার বাণী, বুকে আগুন ধার,
পথিক দাঁড়ায় নতশিরে,শোনে বাতাসে রন গান
“মানুষের মুক্তি চিরদিন, কমরেডের দান!”



আরও এক স্মৃতির প্রদীপ জ্বলে, প্রতি বছর ঠিক,
দুই দিনব্যাপী স্মরণ মেলা, ১৭ই জানুয়ারি মহোৎসব মহারম্যতিক।
লোকের ঢল নামে, আসেন দূর-দূরান্তের প্রাণ,
কমরেড অমল সেনের নামে বাজে বিজয়ের গান।
বই, আলোচনা, ইতিহাসের ছবি,
আলোকিত হয় প্রজন্মের মন, খোলে ভাবনার দ্বার,
বিপ্লবের ভাষা শিখে নেয় সবাই—
“মানুষের অধিকারের লড়াই শেষ নয়—
চলবে বারংবার!”
এইভাবেই বেঁচে থাকো তুমি
সেবায়, জ্ঞানে, লড়াইয়ে, সভায়—
নতুন সূর্যের প্রত্যাশায়,
কমরেড অমল সেন—নিরন্তর মহাকালে।

"পনেরো আনা জাগবেই"

পনেরো আনা মানুষ জাগো,
জেগে ওঠো, শপথ নাও—
এ মাটি, এ আকাশ, এ সূর্য,
তোমাদের—ওদের নয়, কো!!

ঘাম আমার, রক্ত আমার,
গড়েছি যে শহর-দালান,
তবু কেন খালি পেটে
ঘুমিয়ে মরি রাস্তাঘাটে?

ওরা এক আনা—মুষ্টিমেয় দল,
চুরি করে সব, লুটে নেয় বল,
ভাগ করে দেয় জাত-ধর্মে,
ভাগ করে দেয় মিথ্যা নামে।

শ্রমিক-জনতা হেরে যাবে?
না! এই শপথ বুকের মাঝে!
লাঙল ধরো, হাতুড়ি তোলো,
বাঁধ ভেঙে দাও শোষকের কল।
রাজদরবার, সিংহাসন সব
গুড়িয়ে দাও বজ্রহানায়,
পনেরো আনার মানুষ হবে
নতুন দিনের রাজাধিকারী।

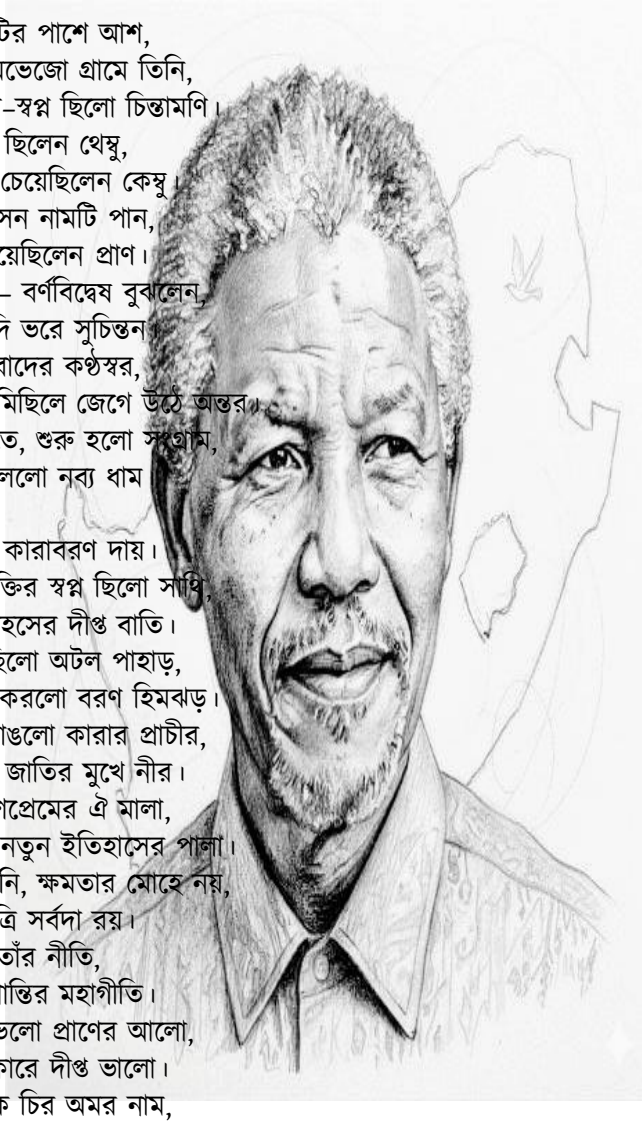
মুষ্টিবদ্ধ হাতের ঘায়ে
ভাঙবে শিকল—ভয় নয়!
বিপ্লব এসে কড়া নাড়ে,
শোষণের রাজা পলায় হেঁটে।

শ্রমে ঘামে সমাজ গড়ো,
বৈষম্যহীন নতুন ভোর,
পনেরো আনা জাগবেই আজ,
নিয়ে আসবে মুক্তির সাজ।
ধরো ধরো হাত ধরো
হাত ধরাধরি করে
একসাথে লড়াই করো ।





নেলসন ম্যান্ডেলা – এক নাম ইতিহাস,



জন্মেছিলো দূর দক্ষিণের মাটির পাশে আশ,
১৯১৮ তে ভোরের আলো, মভেজো গ্রামে তিনি,
কোশা পাহাড়, কিশোর বেলা–স্বপ্ন ছিলো চিন্তামণি।
গরিব ঘরের রাজপুত্র, ক্লানে ছিলেন থেম্বু,
বর্ণবাদী শৃঙ্খল ছিঁড়ে পেতে চেয়েছিলেন কেম্বু।
স্কুলে পড়ার বাল্যকালে নেলসন নামটি পান,
রঙবর্ণের দুঃসহ ফাঁদে জাগিয়েছিলেন প্রাণ।
বিশ্ববিদ্যালয়, আইনের পাঠ – বর্ণবিদ্বেষ বুঝলেন,
শ্বেতাঙ্গ শাসনের অন্যায়, হৃদি ভরে সুচিন্তন।
এনসি-র তরুণ নেতা, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর,
বিপ্লবের স্বপ্ন আঁকেন, সত্য-মিছিলে জেগে উঠে অন্তর।
"স্পিয়ার অব দ্য নেশন" হতে, শুরু হলো সংগ্রাম,
গণঅধিকার ছিনিয়ে নিতে চললো নব্য ধাম।
রাষ্ট্র বলল–"নাহ, সহ্য নয়",
দিলো শাস্তি–সাতাশ বছরের কারাবরণ দায়।
রবিন দ্বীপের শূন্য কুঠুরি, মুক্তির স্বপ্ন ছিলো সাথি,
অন্ধকারের মাঝে জ্বললো সাহসের দীপ্ত বাতি।
লোহা নয়, পাথর নয়–মন ছিলো অটল পাহাড়,
সত্য আর ন্যায়ের দীপ্তকণ্ঠে করলো বরণ হিমঝড়।
শেষে এলো নব সূর্যোদয়, ভাঙলো কারার প্রাচীর,
মুক্ত হলো ম্যান্ডেলা, হাসলো জাতির মুখে নীর।
৯৪ সালে ধরলো শপথ, দেশপ্রেমের ঐ মালা,
প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি–এক নতুন ইতিহাসের পালা।
ক্ষমতার আসনে বসলেন তিনি, ক্ষমতার মোহে নয়,
মানুষ গড়ার সাধনায় দিনরাত্রি সর্বদা রয়।
ঘৃণা নয়, ভালোবাসা–ছিলো তাঁর নীতি,
"ক্ষমা" ছিলো তাঁর শপথ, শান্তির মহাগীতি।
শেষ বারের মত ২০১৩, নিভলো প্রাণের আলো,
কিন্তু রইল তাঁর শিক্ষা–অন্ধকারে দীপ্ত ভালো।
নেলসন ম্যান্ডেলা–যুগের বুকে চির অমর নাম,
ন্যায় আর সাহসের দীপ্ত তারকায় জ্বলবে অবিরাম